দেশ নাটক

একটি নাট্যকার নির্দেশিত নাটক

জলবাসর

JALBASHOR

Script • Masum Reza

রচনা ও মাসুম রেজা

সহযোগিতায়: সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

দেশ নাটক প্রযোজনা ২৩

WALTON
Smart Fridge
The
Mark of Aristocracy
THE MOST LOVED BRAND
No.1
REFRIGERATOR
BRAND
2019
দেশের প্রায় ৭৫% মার্কেট শেয়ার
দেশজুড়ে ওয়ালটন গ্রুপের রয়েছে
প্রায় ১৭০০০ রিটেইল আউটলেটস
Real
Tempered
glass door
শ্রেষ্ঠত্বের আত্মবিশ্বাসে...
১২
কম্প্রেসারে
বছর গ্যারান্টি
Globally Achieved Safety, Energy & Quality Ensuring Certificates
CB
Certification Body
(Globally Accepted for Product Safety)
CE
Conformité Européenne
(Mandatory in Europe for Product Conformity)
Gulf Cooperation Council
(Mandatory in Middle East Countries for Product Conformity)
SASO
Saudi Arabia Standard Organization
(Mandatory in KSA for Product Conformity)
RoHS COMPLIANT
Restriction of Hazardous Substances
(Globally Accepted for Product Material Safety)
Emirates Authority For Standardization & Metrology
BSTI
Bangladesh Standard and Testing Institution
(Mandatory in Bangladesh for Product Conformity)
ISO 9001 : 2015, ISO 14001 : 2015 & OHSAS 18001 : 2007 Certified Company
TiO2
TITANIUM ENRICHED HYBRID POLYMERS
Ensure Ultimate Durability
PHTHALATE Free Gasket
Ensures Health Safety
eCozen
Non-Frost Refrigerator Technology
বরফ ছাড়াই সতেজ
NANO HEALTHCARE
ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধক
100% COPPER Condenser
বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ও দীর্ঘস্থায়ী
Intelligent INVERTER Technology
সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী
9 Layers VCM Door
High Glossy, Scratch & Corrosion Resistant
DECS
Longer Enduring Cooling System
দীর্ঘদিন খাবার সতেজ রাখে
শর্ত প্রযোজ্য
শত শত মডেল ও ডিজাইন
eplaza.waltonbd.com
for online purchase
Free Call : 08000016267
Helpline: 16267
waltonbd.com
WALTON

জলবাসর

একটি নাট্যকার নির্দেশিত নাটক

রচনা: মাসুম রেজা

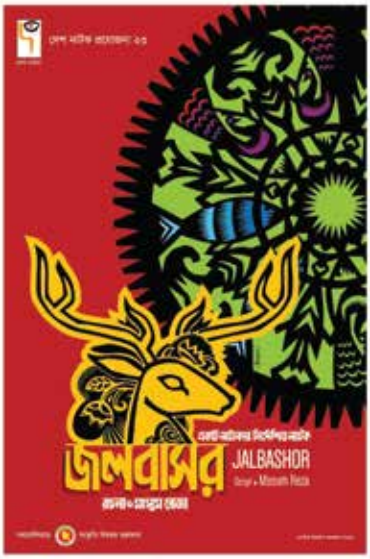

দেশ নাটক

দেশ নাটক প্রযোজনা ২৩

জানুয়ারি ২০২০

থিয়েটারে এক দ্রোহের নাম

ইশরাত নিশাত

১০ আগস্ট ১৯৬৪ - ২০ জানুয়ারি ২০২০

দেশ নাটক-এর ২৩তম প্রযোজনা *জলবাসর* মঞ্চে আসছে। নাট্যকার নির্দেশিত নাটক *জলবাসর* রচনা করেছেন মাসুম রেজা। ১৯৮৭ সালে যাত্রা শুরু করে দেশ নাটক দশটি পথনাটক ও ১৩টি মঞ্চনাটক মঞ্চায়ন করেছে যা দলের জন্য আশানুরূপ প্রাপ্তি বলে আমি বিশ্বাস করি।

দেশ নাটক তার ২২তম প্রযোজনা *সুরগাঁও* থেকে একটি নীরিক্ষার ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। *সুরগাঁও* ও *জলবাসর* নাট্যাঙ্গিক বাস্তবধর্মী উপস্থাপন রীতি থেকে আলাদা ধরনের। পুরোপুরি জাদুবাস্তবতার নাট্যাঙ্গিক না হলেও দু'টি নাটকেই মাসুম জাদুবাস্তবতার অনেক উপাদানের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন এবং নাটক দু'টির মঞ্চায়নে ভিন্নতা নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। নাট্যকারের এ চেষ্টার সাথে দলের কর্মীরা সংযুক্ত হয়েছেন। এ নাটকে দলের নিয়মিত সদস্যরাই নেপথ্যের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পন্ন করেছেন। নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনা করেছে আলী আহমেদ মুকুল, কস্টিউমে বন্যা মির্জা, প্রপস করেছে আরিফ হক, আলোক পরিকল্পনায় ফারুক খান টিটু, সুর ও সংগীতে ইমামুর রশিদ খান ও কোরিওগ্রাফি করেছেন মামুন চৌধুরী রিপন। রূপসজ্জায় থাকবেন শুভাশীষ দত্ত তন্ময়। নাটকের মূল ভাবনার সাথে সংগতি রেখে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ করতে গিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে তাদের। আমি তাদের সকলের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। দেশ নাটক চেষ্টা করে যাচ্ছে একটি আত্মনির্ভরশীল, পরিপূর্ণ নাটকের দল হয়ে ওঠার। এ নাটকের মাধ্যমে সেই প্রচেষ্টা আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

দলের সকল কর্মীর মেধা ও শ্রমে এই সংগঠন এগিয়ে চলছে। তাদের সকলের প্রতি আমার অতল শ্রদ্ধা ও ভালেবাসা। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি নাট্যজন আফজাল হোসেনকে। তিনি অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও *জলবাসর* নাটকের দৃষ্টিনন্দন পোস্টার ডিজাইন করেছেন। আরও ধন্যবাদ জানাই দলীয় কর্মী সেলিনা শেলী, কামাল আহমেদ, ফিরোজ আলম, নাজনীন হাসান জোয়ার্দার, ফাহিম মালেক ইভান, আনাম জোয়ার্দার, এ কে খাঁ সজল, সুষমা সরকার, সুমন আহমেদ শ্রাবণ, আদনান ফারুক হিল্লোল ও কাজি লাইলা বিলকিসকে। তারা নতুন নাটকের মঞ্চায়ন উপলক্ষে আর্থিক সহায়তার হাত বাড়িয়েছেন। বিজ্ঞাপন দিয়ে যারা *জলবাসর* নাটকের মঞ্চায়নে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। নাটকের মহড়া ও মঞ্চায়নে শিল্পকলা একাডেমি সার্বক্ষণিক আমাদের পাশে থেকেছে। কৃতজ্ঞতা শিল্পকলা একাডেমিকে। আমাদের কৃতজ্ঞতা সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতি। এ মন্ত্রণালয় জলবাসর নাটকের মঞ্চায়নে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে।

আমরা সবসময় দর্শকদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। তাদের কাছে আমাদের অশেষ ঋণ। দর্শকদের প্রেরণা ও ভালোবাসায় দেশ নাটক সামনের দিকে এগিয়ে যাবে।

জয় হোক নাট্যজন্মের,
জয় হোক নাট্যক্রিয়ার।

ইশরাত নিশাত
প্রধান, দেশ নাটক

দেশ নাটক তখন, এখন

তপন দাশ

তখন আর এখন। ১৯৮৭ আর ২০২০। তেত্রিশ বছর। প্রতিষ্ঠা আর তেত্রিশ বছরের ইতিহাস। লেখাটা খুব সোজা, যদি দলের বাইরের কেউ হওয়া যায়। লেখাটা কঠিন হয়ে যায় তখন, যখন দলের কেউ লেখে, বিশেষ করে প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। কলম কখনো কারও দিকে একটু হেলে যায়, কখনো কারও দিকে বেঁকে যায়; কেউ খুশি হন, কেউ নাক সিঁটকান– সব মেনে নেওয়ার চিন্তা মাথায় রেখেই লেখা।

দলের জন্ম ও নামকরণ

দেশ নাটক-এর জন্ম দেশের এক রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে। স্বৈরশাসক এরশাদবিরোধী আন্দোলন তখন তুঙ্গে। রাজনৈতিক আন্দোলনের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক আন্দোলনও বেগবান। রাজনীতি সচেতন সাংস্কৃতিক কর্মীরা তাদের প্রযোজনা নিয়ে রাজপথে নামছে। ঠিক সে-সময় একঝাঁক তরুণ নাটকের দল গড়া নিয়ে আড্ডা জমাচ্ছে। সারাদিন বেইলি রোডের ফাস্টফুডের দোকান 'সাব জিরো' আর সন্ধ্যার পর মহিলা সমিতির পশ্চিম পাশের উত্তরা ব্যাংকের সিঁড়ি। আড্ডা আর তর্ক-বিতর্ক। দেশ থেকে শুরু করে গোটা বিশ্বের রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতির মুণ্ডুপাত হচ্ছে সে আড্ডায়। আড্ডা ভুলিয়ে দিচ্ছে সময়ের সীমানা। সকালের আড্ডা দুপুর গড়িয়ে বাজিয়ে দিচ্ছে বিকেল ৪টা, আর সন্ধ্যা ছাড়িয়ে যাচ্ছে রাত ১২টা। সেই আড্ডাতেই নানা চুলচেরা বিশ্লেষণের পর ঠিক হলো– দলের নাম হবে 'দেশ নাটক'। ঠিক হলো, ১ জুলাই বুয়েটের আর্কিটেকচার ভবনের বারান্দায় বসে একটি প্রস্তাবনা পাঠের মধ্য দিয়ে নাট্যদল গঠনের ঘোষণা দেওয়া হবে। প্রস্তাবনা লেখার দায়িত্ব দেওয়া হলো শামসুল আলম বকুলকে।

১৯৮৭ সালের ১ জুলাই সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। বিকেলের ফিকে হয়ে আসা আলোয় ১৬ তরুণ-তরুণী চক্রাকারে বসা। আমি ও শামসুল আলম বকুল ছাড়াও সেখানে উপস্থিত ছিলেন ইশরাত নিশাত, সালাহউদ্দিন লাভলু, সেলিম শিকদার, শিরিন খান মনি, এনায়েত লিপন, বাবুন, দীপু, মেহেদী হাসান মন্টি, কাজী টিপু প্রমুখ। বকুলের প্রস্তাবনা পাঠের মধ্য দিয়ে জন্ম নিল একটি নতুন নাটকের দলের। গঠন হলো আহ্বায়ক কমিটি। সেলিম

শিকদারকে আহ্বায়ক, আমাকে যুগ্ম আহ্বায়ক ও শামসুল আলম বকুলকে সদস্যসচিব করা হলো। দলের শ্লোগান ঠিক করা হলো– 'নাটক হোক শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি আন্দোলনের বলিষ্ঠ সহযোগী'।

নাট্য কর্মশালা, প্রথম প্রযোজনা এবং পুলিশের হানা

একটি নতুন নাটকের দলের জন্য কর্মশালা অত্যন্ত অপরিহার্য বিষয়, বিশেষ করে দলের বেশিরভাগ সদস্য যদি হয় নতুন। দেশ নাটক-এর শুরুতে চারজন ছাড়া সবাই ছিল নতুন। অতএব, শুরু হলো নাটকে হাতেখড়ি। তিনটি বিষয়ের ওপর কর্মশালা হলো। অভিনয়শৈলীর ওপর ক্লাস করালেন শামসুল আলম বকুল, রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করলেন সেলিম শিকদার এবং গ্রুপ থিয়েটার ও বাংলা নাটকের ইতিহাস নিয়ে বললাম আমি।

কর্মশালা শেষে কালক্ষেপণ না করে ধরা হলো একটি পথনাটক *মহারাজার গুণকেত্তন*। আমার লেখা। নির্দেশনা দিলেন শামসুল আলম বকুল। '৮৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর *মহারাজার গুণকেত্তন*-এর প্রথম প্রদর্শনী হয় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে। দ্বিতীয় প্রদর্শনী হয় পরদিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি সড়কদ্বীপে। তৃতীয় প্রদর্শনীতেই বাধে ঝামেলা। ৪ সেপ্টেম্বরের এ প্রদর্শনী ছিল কমলাপুর রেলস্টেশনে। কিন্তু নাটকটি শেষ করতে দেয়নি পুলিশ। অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের ধুয়া তুলে পুলিশ নাটকের মাইক ভ্যানে তোলে; বেশ ক'জন কর্মীকে লাঞ্ছিত করে। নাট্যকার ও নির্দেশককে গ্রেপ্তারের জন্য খুঁজে বেড়ায়। আমরা এর প্রতিবাদ জানাতে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনকে জানাই এবং জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান নিই। আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে সেখানে উপস্থিত হন নাট্যজন রামেন্দু মজুমদার, মামুনুর রশীদ, আতাউর রহমান, নাসিরউদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু, এস এম সোলায়মান প্রমুখ। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সাজেদা চৌধুরী, রাশেদ খান মেনন, হাসানুল হক ইনুসহ ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের অনেক নেতা এসে আমাদের পাশে দাঁড়ান। তাদের উপস্থিতিতে পুলিশের সামনেই আমরা *মহারাজার গুণকেত্তন* -এর প্রদর্শনী করি।

সাংগঠনিক কাঠামোর রকমফের

দেশ নাটক-এর সাংগঠনিক কাঠামোতে বেশ ক'বার পরিবর্তন আনা হয়। প্রথমে আহ্বায়ক কমিটি করা হলেও প্রায় এক বছরের ব্যবধানে

সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক পদ্ধতিতে চলে যাওয়া হয়। দলের প্রথম সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছিলাম যথাক্রমে আমি ও শামসুল আলম বকুল। এ পদ্ধতিতেও বেশিদিন চলা হয়নি। আবার বর্তমানের মুখ্য পরিষদ পদ্ধতিতে আসার আগে ক্ষণস্থায়ী একটি পদ্ধতি প্র্যাকটিস করা হয়। তা হলো– সংগঠন, প্রযোজনা এবং অর্থ তিনজন দেখবেন। বাকিরা থাকবেন সাধারণ সদস্য। এ সময় সংগঠনের দায়িত্ব দেওয়া হয় শামসুল আলম বকুল, প্রযোজনার দায়িত্ব দেওয়া হয় ইশরাত নিশাত এবং অর্থের দায়িত্ব দেওয়া হয় সাফাত আবরারকে। এরপরই আসা হয় বর্তমান কাঠামোতে। এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন সময় মুখ্য পরিষদের প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন শামসুল আলম বকুল, সালাহউদ্দিন লাভলু, ইশরাত নিশাত ও মাসুম রেজা। সচিবের দায়িত্ব পালন করেছেন অশোক বেপারী, এহসানুল আজিজ বাবু, মিন্টু আনোয়ার ও ফিরোজ আলম।

গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের সদস্যপদ

দেশ নাটক-এর ক্ষেত্রে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের সদস্যপদ পাওয়া ছিল একটি ব্যতিক্রমী ব্যাপার। গত শতকের আশির দশকের শেষ ভাগে গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের সদস্যপদ পেতে হলে দলটির কমপক্ষে দু'টি মঞ্চনাটক করার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হতো। কিন্তু দেশ নাটক শুধু পথনাটক করাকালীনই ফেডারেশনের সদস্যপদ পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে তৎকালীন গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশনের সেক্রেটারি জেনারেল এস এম সোলায়মানের বদান্যতা স্মরণযোগ্য। তিনি আমাদের ডেকে নিয়ে বলেছিলেন, "তোমাদের এবং কারক নাট্য সম্প্রদায়কে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। দরখাস্ত করো, মেম্বারশিপ পেয়ে যাবে।" হলোও তা-ই।

বাদল সরকারের কর্মশালা ও সেমিনার

বাদল সরকারকে বাংলাদেশে আনা এবং তার সঙ্গে কর্মশালা করা দেশ নাটক-এর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 'থার্ড থিয়েটার'-এর প্রবর্তক গুণী এ নাট্যকার-নির্দেশকের কাছ থেকে দেশ নাটক-এর তৎকালীন কর্মীরা অনেক কিছু গ্রহণ করতে পেরেছেন। বাদল সরকার যখন এসেছিলেন, তখন তাকে নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে একটি নাট্যবিষয়ক সেমিনারও করা হয়।

১৯৯৩ সালের ২২ সেপ্টেম্বর দেশ নাটক একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারের আয়োজন করে। 'দুই বাংলার হালফিল নাটকের হালচাল' শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নাট্যজন আতাউর রহমান। রামেন্দু মজুমদারের সভাপতিত্বে সেমিনারে আলোচনায় অংশ নেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নাট্যকার-অভিনেতা মনোজ মিত্র, অধ্যাপক বিষ্ণু প্রসাদ রায় চৌধুরী, আলী যাকের, মামুনুর রশীদ, নাসিরউদ্দীন ইউসুফ বাচ্চু, ফেরদৌসী মজুমদার ও ইশরাত নিশাত।

সর্বশেষ ২০১৯ সালের ১২ জুলাই দেশ নাটক আরেকটি সেমিনারের আয়োজন করে। মাসুম রেজা রচিত ও নির্দেশিত *নিত্যপুরাণ* নাটকের শততম মঞ্চায়ন উপলক্ষে এ সেমিনারের প্রতিপাদ্য ছিল 'শিল্প বিচারে নিত্যপুরাণ'। শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়। তপন দাশের সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশ নেন মফিদুল হক, খায়েরুজ্জামান মিতু, রোবায়েত ফেরদৌস ও ড. মাহফুজা হিলালী। নাট্যকার-নির্দেশক মাসুম রেজা দর্শক-শ্রোতার বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। সবশেষে শুভেচ্ছা জানান দলপ্রধান ইশরাত নিশাত।

নাট্য উৎসব ও বিশেষ প্রদর্শনী

দেশ নাটক এ পর্যন্ত দু'টি নাট্য উৎসবের আয়োজন করেছে। একটি ২০০২ সালে 'ছুঁয়ে যাব অসীম আকাশ' শিরোনামে জাতীয় গ্রন্থাগার মিলনায়তনে। অন্যটি একই স্থানে 'প্রকৃতি ও পুরাণ' শিরোনামে। দু'টি উৎসবই ছিল অত্যন্ত সফল। তবে দেশ নাটক-এর জাতীয় নাট্যবিষয়ক একটি প্রদর্শনী নাট্যবোদ্ধাদের নাড়া দেয়, যার শিরোনাম ছিল 'আবহমান নাট্য ঐতিহ্য'। এ প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল নাটকের যাবতীয় সামগ্রী। বিভিন্ন দলের উল্লেখযোগ্য নাটকের সেটের মডেল, সরাসরি কোনো চরিত্রের পোশাক, প্রপ্‌স, পোস্টার, টিকিট, ব্রুসিয়ার ইত্যাদি তুলে ধরা হয় এ প্রদর্শনীতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির দোতলায় ১৯৮৯ সালের ২৫, ২৬ ও ২৭ মার্চ তিন দিন চলে এ প্রদর্শনী। আইটিআই-এর প্রদর্শনীতেও দেশ নাটক দু'বার সহযোগিতা করে। সাফাত আবরারের চিকিৎসা তহবিল সংগ্রহের জন্য দেশ নাটক একটি নাট্য প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এ প্রদর্শনীতে ঢাকার বড় বড় নাট্যদল প্রায় সবাই অংশগ্রহণ করে।

দলের অষ্টম ও ১৫তম প্রযোজনার শততম মঞ্চায়ন করেছে দেশ নাটক। অষ্টম প্রযোজনা *দর্পণে শরৎশশীর* প্রথম মঞ্চায়ন ১৯৯২ সালে। মনোজ মিত্র রচিত ও আলী যাকের নির্দেশিত এ নাটকটির শততম প্রদর্শনী হয় ২০০৯ সালে। *নিত্যপুরাণ*-এর প্রথম মঞ্চায়ন হয় ২০০১ সালে। মাসুম রেজার রচনা ও নির্দেশনায় নাটকটির শততম প্রদর্শনী হয় ২০১৯ সালের ১২ জুলাই।

মে দিবসে প্রকাশনা ও নাটক প্রদর্শনী

বিশ্বের মেহনতি মানুষের বিশেষ দিন 'মে দিবস' দীর্ঘদিন ঘটা করে পালন করেছে দেশ নাটক। এ দিনে নাট্যবিষয়ক ম্যাগাজিন প্রকাশের পাশাপাশি পথনাটকের প্রদর্শনী করা হয়েছে। 'মে' নামেই প্রকাশিত হয়েছে ম্যাগাজিন। এতে দলের নাটক এবং দলের লেখকদের লেখা প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। ম্যাগাজিনটি সম্পাদনা করেছে কখনো দলের কেউ এককভাবে, কখনো সম্পাদনা পরিষদ। ম্যাগাজিনটি বিভিন্ন সময় যারা সম্পাদনা করেছেন তারা হচ্ছেন– মাসুম রেজা, সুজাত কবীর, এহসানুল আজিজ বাবু, বিশ্বনাথ ধর, সাফাত আবরার, গোলাম ফারুক, এমাদুল হাসান, তৌফিক রহমান, বিকাশ কুমার সাহা ও আমি।

পথনাটক নিয়ে দলের ভূমিকা

বাংলাদেশের পথনাটক নিয়ে দেশ নাটক-এর ভূমিকা সব সময়ই ছিল অগ্রগণ্য। বাংলাদেশ পথনাটক পরিষদ গঠনেও দলের ভূমিকা উল্লেখ করার মতো। পথনাটক পরিষদ গঠন নিয়ে একাধিক বৈঠকে আমি ছাড়াও কামাল আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। ১৯৯২ সালে সাইফুল ইসলাম মাহমুদকে আহ্বায়ক এবং আমাকে ও জাহাঙ্গীর হোসেনকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে বাংলাদেশ পথনাটক পরিষদ গঠিত হয়, যা এখন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অন্যতম একটি সংগঠন।

কর্মীদের আসা-যাওয়া

দলের তেত্রিশ বছরের পথপরিক্রমায় অনেক কর্মী চলে গেছেন, আবার এসেছেনও অনেক নতুন কর্মী। মারা গেছেন বেশ ক'জন। যারা মারা গেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন– জসীম উদ্দিন, দিলীপ চক্রবর্তী, গোলাম ফারুক ও সুজাত কবীর।

Congratulation to Desh Natak
on the new production “Jolbashor”

Global Compliance Initiatives (GCI)
leading provider of
Consultancy | Training | Auditing services
on industrial issues

House 48, Road 18, Sector 7, Uttara, Dhaka 1230
gcibangladesh@gmail.com

CONGRATULATIONS TO DESH NATAK ON THE NEW PRODUCTION “JOLBASHOR”

For 140 years SGS has been synonymous with trust. The journey began on 1878 in France. Around 1915 the facility became the leading grain inspection company in the world and moves its headquarter from France to Geneva and adopts the name SGS. With change of time and advancement of science the company expanded its expertise to agricultural, oil, gas, chemical fields as well as providing inspection services to critical areas. In 1970 SGS starts to work with environmental consultancy services. In the beginning of the 20th century SGS restructures and forms 09 business sectors to better serve the customers. Currently SGS is operational in more than 150 countries.

SGS has been operating in this region since 1952 and got registered in Bangladesh in 1974. Our services are spread across the following areas:

1. Agricultural, Food & Life
2. Certification & Business Enhancement
3. Consumer & Retail
4. Environment, Health & Safety
5. Government & Institutions
6. Industrial
7. Minerals
8. Oil, Gas & Chemicals
9. Transportation

SGS has become a global benchmark of quality, service, customer satisfaction & integrity. And with the core values intact in the heart of the organization SGS will thrive to be as the global leader in Inspection, Verification, Testing & Certification.

For more information please contact-
Mahfuzur Rahman
Consumer and Retail
Manager- Marketing & Sales, Key Account and Customer Services
Phone: +88 02 967 65 00
Mobile: +88 01730 344074
E-mail : mahfuzur.rahman@sgs.com

www.sgsgroup.com.bd

WHEN YOU NEED TO BE SURE SGS

দেশ নাটক-এর প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর একটি প্রকাশনা থেকে জানা যায়, ১৯৮৮ সালে যারা দলে যোগ দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন– আবু জাকারিয়া মিঠু, নজরুল ইসলাম, জাকির শিকদার, নিয়াজ, মাহবুব আলম চৌধুরী বাবু, মিজানুর রাব্বী, মেনহাজ মুকুল, শফিকুল আজম, রিশিত খান, শেখ জসীম উদ্দিন, সুজাত কবীর প্রমুখ। ১৯৮৮ সালের শেষ দিকে মাসুম রেজা দলে যোগ দেন। ১৯৮৯-এ দলে যোগ দেন অশোক বেপারী, আউয়াল রেজা, সাফাত আবরার (জাকির) সহ অনেকে। মাসুম রেজার লেখা *বিরসা কাব্য* ১৯৯০ সালে যখন মঞ্চে আনা হয় তখন থেকে দলে নিয়মিত হন সেলিনা শেলী, এহসানুল আজিজ বাবু, দিলীপ চক্রবর্তী, কামাল আহমেদ, হাফিজ নয়ন, শাহ আলম লিটন, দীপু মাহমুদ, মোশাররফ বাঙ্গালী, প্রবীর ভৌমিক, বিশ্বনাথ ধর, বিকাশ সাহা, খেয়া প্রমুখ। ১৯৯১-এর দিকে দলে যোগ দেন গোলাম ফারুক, গিয়াসউদ্দিন সেলিম, শিহাব শাহিন, কেয়া, নাসির উদ্দিন শেখ। ১৯৯২-এ *দর্পণে শরৎশশী*র মহড়া চলাকালে দলে আসেন বন্যা মির্জা। *দর্পণে শরৎশশী*র যখন রমরমা প্রদর্শনী চলছে, তখন দলে যোগ দেন অয়ন চৌধুরী, আনিসুর রহমান মিলন, সোয়েবুল ইসলাম শোয়েব, ফারুক খান টিটু, গোলাম মাহমুদ প্রমুখ। এরও কিছুদিন পর দলে কাজ করতে আসেন নাজনীন হাসান চুমকি, তৌহিদ মিটুল প্রমুখ। এদের অনেকে এখনও দলে নিয়মিত, আবার অনেকে অনিয়মিত হয়ে পড়েছেন। দলের কর্মীদের আসা যাওয়া নিতান্তই স্মৃতি থেকে লেখা। কারো নাম বাদ পড়লে পরে তা সংযোজন করা হবে।

এবং পাদটিকা

দেশ নাটক এরই মধ্যে ২২টি নাটক প্রযোজনা করেছে। চলতি *জলবাসর* ২৩তম প্রযোজনা। ২৩টি প্রযোজনার ১০টি পথনাটক, বাকিগুলো মঞ্চনাটক। এখানে উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো– একটি নাটক ছাড়া সবগুলোই দলের নাট্যকারদের লেখা এবং নির্দেশনা দেওয়া। তারপরও বলতেই হয়– দেশ নাটক-এর কর্মীরা কতটুকু গ্রুপ থিয়েটারের কর্মী হতে পেরেছেন?

দেশ নাটকে যারা কাজ করে, তাদের কেউ বেকার, কেউ ছাত্র, কেউ শিক্ষক, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ চাকুরে। তারা তাদের শ্রম বা সঞ্চিত মেধা সারাদিন কোথাও না কোথাও বিক্রি করেন। বিক্রি করেন জীবন-জীবিকার তাগিদে। আর সন্ধ্যায় হয়ে ওঠেন নাট্যশিল্পী, নাট্যযোদ্ধা। তিনি যখন

সারাদিনের খাটুনির পর শারীরিক ও মানসিকভাবে ভীষণ ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত, যখন তার বুদ্ধিবৃত্তির সব দরজা প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম, তখন তিনি শুরু করেন নাটকের মহড়া। শুরু করেন শিল্প সৃষ্টির কাজ। একজন মানুষের পক্ষে এভাবে কি শিল্প সৃষ্টি সম্ভব? যা সম্ভব, তা মহৎ কিছু হয়ে উঠবে কি? গুণী অভিনেতা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, "থিয়েটারের ভরসা গ্রুপ থিয়েটার।" কিন্তু গ্রুপ থিয়েটারের ভরসা কে বা কারা? এ প্রসঙ্গেও অজিতেশ বাবু বলেছেন, "গ্রুপ থিয়েটারে পেশাদার শিল্পী খুবই কম। অর্থাৎ এমন শিল্পীর সংখ্যা প্রায় নগণ্য, যারা থিয়েটারকে পেশা হিসেবে নিয়েছেন, এর থেকে রোজগার করেন এবং এর অল্প খান বা অর্ধভুক্ত থাকেন। সত্যি কথা বলতে কি, গ্রুপ থিয়েটারের আসল ভরসা এঁরাই।" অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিষ্কার ভাষায় বলছেন, "চারিপাশে যেমন পেশায় চাকুরে লোকদের ভিড়, তেমনি গ্রুপ থিয়েটারের পাশে পেশায় থিয়েটারি লোকদের ভিড় ছাড়া গ্রুপ থিয়েটারের ভবিষ্যৎ নেই।" বর্তমান গ্রুপ থিয়েটার সম্পর্কে তার চূড়ান্ত মন্তব্য হলো, "পেশায় অনন্তকাল চাকুরে এবং সরকারি ও আধা-সরকারি সংস্থার অর্থ সাহায্যে প্রযোজনা করে বাড়তি গ্ল্যামার অর্জন করে খানিকটা নামিদামি হয়ে সমাজে বসবাস করার চেষ্টা দিয়ে এটুকুই হয়, যা হচ্ছে– তার বেশি নয়।"

অতএব, দেশ নাটক-এর আমরা সবাই অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাগুলো মনে রাখব আশা করি।

তপন দাশ
সদস্য, দেশ নাটক

জলবাসর: সম্মুখ বাস্তবতা

মাসুম রেজা

আমি *সুরগাঁও* নাটকটা লেখার পরে লক্ষ্য করলাম নাটকটা আসলে আমার মগজের ভিতরে অবস্থিত এক কল্পিত বাস্তবতার অনুরূপ, আমার ভাবনার সমান্তরাল। আমি এই ধারার নাম দিয়েছিলাম 'মগজ বাস্তবতা'। ১৯২৪ সালে জার্মান শিল্পসমালোচক ফ্রাঞ্জ রো চিত্রশিল্পে জাদুবাস্তবতার ধারার উল্লেখ করেছিলেন। পরবর্তীতে ল্যাটিন আমেরিকার লেখকরা জাদুবাস্তবতার ধারায় সাহিত্য রচনা করেছেন। আলেহা কারপেন্তিয়ার, বোরহেস, মার্কেজ, পাওলো কোয়েলো তাঁদের ভিতরে উল্লেখযোগ্য। এই ধারায় লিখে মার্কেজ নোবেলও অর্জন করেছেন। 'লিটারারি মুভমেন্ট' বলে একটা অভিধা আছে। সাহিত্য রচনাকালে লেখকেরা কোনো না কোনো রীতি মেনে লেখেন। প্রতিষ্ঠিত রীতিগুলোই 'লিটারারি মুভমেন্ট' এর অধিভুক্ত হয়। একেক দেশের লেখক একেক রীতি সৃষ্টি করেন এবং অন্যরা তা চর্চা করেন। বাংলাদেশে জাদুবাস্তবতার চর্চা হয়েছে, হচ্ছে।

আমার *সুরগাঁও* জাদুবাস্তবতার সবগুলো শর্ত পূরণ করে না। জাদু বাস্তবতার প্রধান শর্ত হলো একটা ন্যাচালার সেটিংস-এ কিছু ব্যাখ্যাযোগ্য সুপার ন্যাচারাল ঘটনা ঘটবে। একটা বাস্তব পরিবেশে, ধরা যাক, একটা বাস্তব গ্রামে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলির ভিতরে হঠাৎ করে একটা জাদুকরি বা অতিপ্রাকৃতিক কাণ্ড ঘটে গেল। যে অতিপ্রাকৃতিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারলে তা বাস্তবতার ভিন্ন পাঠ বা একটা মেটাফোর বা অ্যালেগোরিতে রূপ নেয়। *সুরগাঁও*-এ আমি যে গ্রামটা দেখিয়েছি তা পৃথিবীর মানচিত্রের বাইরের একটা গ্রাম বলে উল্লেখ করেছি। ফলে তা বাস্তব একটা গ্রাম ছিল না। সে কারণে নাটকটি পুরোপুরি জাদুবাস্তব না হয়ে আমার মগজের কোষে ধারণ করা বাস্তবতাকে ধারণ করেছিল। তাই *সুরগাঁও*কে আমি মগজ বাস্তবতার নাটক বলেছিলাম।

জলবাসরে আমি একটা ন্যাচারাল সেটিংস তৈরি করেছি। চান্নিপসর আর ডুবুদহ গ্রামে *জলবাসরের* ঘটনা ঘটে। এই ঘটনাবলির ভিতরে হঠাৎই ঢুকে পড়ে কিছু অতিপ্রাকৃতিক উপাদান। মানুষের শরীর থেকে ছায়া আলাদা হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায়। সেই ছায়ার সন্ধান চলে। হরিণের দেহ ছেড়েও তার

ছায়া নিরুদ্দেশ হয়। ছায়াহীন হরিণকে হত্যার পর হরিণের ছায়া ফিরে আসে। এক পুরুষের ছায়ার সাথে জীবন্ত এক নারীর মিলন ঘটে ময়ূরঘাটের জলে। সেই মিলনে গর্ভবতী হয় সেই নারী। জন্ম দেয় এক অদ্ভুত যমজের। রীতির বিবেচনায় *জলবাসর*কে জাদুবাস্তবতার ধারায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়। কিন্তু আমি জাদুবাস্তব সাহিত্য পাঠকালে লক্ষ করেছি এসকল সাহিত্যে বর্তমানের সীমা পেরিয়ে সামনের দিনের কোনো দিক নির্দেশনা পাওয়া যায় না। বর্তমানকেই সেখানে অনুসরণ করা হয় সর্বান্তকরণে। *জলবাসর* তার থেকে কিছুটা অন্যরকম। এ নাটকে আমি বলতে চেয়েছি আমাদের চতুর্পাশে যা ঘটছে তা ঘটতে থাকলে আমরা বিপর্যয়ের এক ভয়ানক পর্যায়ে পৌঁছাব। জল, জঙ্গল, মাটি, গিরিশৃঙ্গ বিনষ্ট করতে করতে আমরা কোন সম্মুখে যাত্রা করেছি, *জলবাসর* এই সত্যটাকে বিধৃত করে। ফলে এ নাটকে জাদুবাস্তব সাহিত্যের সীমা অতিক্রমেরও একটা প্রবণতা আছে। *জলবাসরে* বর্ণিত চলমান বিপর্যাস, বর্তমান সময়কে অতিক্রম করে আরেক বর্তমানে পৌঁছায়। আমার শিল্প ভাবনার গুরু সেলিম আল দীন তার *নিমজ্জন* নাটকের মাধ্যমে একটা রীতির কথা বলেছিলেন। 'সম্মুখ বাস্তবতা' বা 'ফোররিয়েলিজম'। এই রীতির সাথে আমার *জলবাসরের* সবটুকুই মিলে যায়। তাই আমি *জলবাসর*কে 'সম্মুখ বাস্তবতা'র নাটকই বলছি। অনুসরণ করছি শিল্পস্রষ্টা সেলিম আল দীনকে। *জলবাসর* আমার নিজের নির্দেশনাতে মঞ্চে আসছে। তাই এবারও আমি ব্যবহার করছি সেই অভিধাটি *জলবাসর* একটি 'নাট্যকার নির্দেশিত নাটক'।

আমি নির্দেশক হলেও *জলবাসর*-এর অভিনয় রীতি তৈরী করেছেন ইশরাত নিশাত। সংলাপের নিগুঢ় চিত্রপটকে কল্পনায় চোখের সামনে ভাসিয়ে সংলাপ প্রক্ষেপণের যে প্রক্রিয়া নিশাত এই নাটকের কুশীলবগণকে ধরিয়ে দিয়েছেন তা নিশ্চয় দর্শকরা উপভোগ করবেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় *জলবাসরের* মঞ্চ সফলতা প্রত্যক্ষ করবার অপেক্ষায় রইলাম।

মাসুম রেজা
নাট্যকার ও সদস্য, দেশ নাটক

মঞ্চে

দর্শী	নাজনীন হাসান জোয়ার্দার/মেহনাজ বনি
দোপাটি	বন্যা মির্জা
দাওয়া	তামিমা তিথি
লুবাই	সুস্মিতা সাহা/ইসমেত জেরিন বিনতে নিজাম
মীনমালা	সেলিনা শেলী/কাজী লায়লা বিলকিস
কণিশলতা	সুষমা সরকার/মেঘলা মায়া
ইয়াকুত মন্ডল	ফিরোজ আলম/অসীম কুমার নট্ট
গুমসা	কামাল আহমেদ/খায়রুল আনাম জোয়ার্দার
পোখরাজ	হোসেইন নিরব/লরেন্স উজ্জ্বল গমেজ
আকিক মন্ডল	শাহেদ নাজির/পলাশ মন্ডল
মোচন মিস্ত্রি	ফাহিম মালেক ইভান/মাইনুল হাসান মাঈন
রসুন শাহ	কুদ্দুস মাখন/রোশেন শরিফ
নমনী	সুজন রায়
নৈইচে	ইব্রাহীম হোসাইন/আবিদুর রহমান আদর
কুবাদ	গোলাম মাহমুদ
একজন	সালমান লিমন/সাগর দাস
দাওলি	লেতুনজেরা নীলা
বনমায়া	আল আমিন
কোরাস	গোলাম মাহমুদ, শাহেদ নাজির, রাজিবুল হাসান কুশান, ব্রততি বিথু, সাগর দাস, আল আমিন, ইব্রাহীম হোসাইন, পলাশ মন্ডল

নেপথ্যে

নির্দেশনা: মাসুম রেজা
অভিনয় নির্দেশনা: ইশরাত নিশাত
সহকারী নির্দেশক: অয়ন চৌধুরী
নির্দেশকের সহযোগী: তামিমা তিথি
পোশাক: বন্যা মির্জা
মঞ্চ পরিকল্পনা: আলী আহমেদ মুকুল
আলোক পরিকল্পনা পরামর্শক: নাসিরুল হক খোকন
আলোক পরিকল্পনা: ফারুক খান টিটু
প্রপস পরিকল্পনা: আরিফ হক
সুর ও আবহ সংগীত: ইমামুর রশিদ খান
রূপসজ্জা: শুভাশীষ দত্ত তন্ময়
কোরিওগ্রাফি: মামুন চৌধুরী রিপন
সম্পাদনা: অনন্ত মাহফুজ

প্রয়োজনা অধিকর্তা: এহসানুল আজিজ বাবু

পোস্টার ডিজাইন: আফজাল হোসেন
অলংকরণ: খাদেমুল জাহান

"জলবাসর"-এর মঞ্চ: বিপন্ন পৃথিবীর রূপক

আলী আহমেদ মুকুল

নাটক মঞ্চায়নে সেটের ভূমিকা অপরিসীম। সেট নাটকের ঘটনা সংঘটিত হবার স্থান, সময় এবং কোনো কোনো সময় চরিত্রগুলোর বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করতে সাহায্য করে। নাটকের মূল ভাবনার সাথে সংগতি রেখে উপরোক্ত বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য সেটের পরিকল্পনা করা হয়। পাশাপাশি, মঞ্চে চরিত্রগুলো যাতে সেট ব্যবহারে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন না হয়, সেদিকেও মনোযোগ রাখা জরুরি হয়ে পড়ে। *জলবাসর* নাটকের সেট পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে এসমস্ত বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয়েছে।

জলবাসর বাস্তবধর্মী নাটক নয়। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ইউরোপে শিল্পকলায় এবং পরবর্তীতে ল্যাটিন আমেরিকায় কথাসাহিত্যের ন্যারেটিভ টেকনিক হিসেবে জনপ্রিয় হওয়া ম্যাজিক রিয়েলিজমের ছোঁয়া আছে এই নাটকে। ফলে সেট নির্মাণে বাস্তবভিত্তিক চিন্তা থেকে সরে আসতে হয়েছে। বর্তমান সময়ে পৃথিবী মানুষের স্বার্থপরতার কাছে বিপন্ন। এই বিপন্নতা থেকে পৃথিবীকে বাঁচিয়ে মানুষের টিকে থাকার চেষ্টা আছে এই নাটকে। পৃথিবীকে উপস্থাপনের জন্য সেটে গোলাকার অবয়ব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যা আবার আমাদের জীবনচক্রকেও উপস্থাপিত করে। সেটের পিছনের অংশ উঁচু করা হয়েছে অনেকগুলো কারণে। প্রথমত এ অংশটি উঁচু স্থান বা বাড়ির উঁচুতলা বোঝাতে সক্ষম হবে। আবার প্রতীকী অর্থে তা নিচ থেকে উপরে ওঠা বা ওপর থেকে নিচে নেমে যাওয়াকেও তুলে ধরবে।

নাটকের অন্যতম একটি থিম বিবর্ণতা। মানুষের স্বার্থপর তৎপরতার মাধ্যমে প্রকৃতি তথা পৃথিবী ধ্বংস করা, ছয়নদীর পানি শুকিয়ে মীনশূন্য হয়ে পড়া, বালির নহর বয়ে চলা– এসব এক সামগ্রিক বিবর্ণতা ও বিপন্নতাবোধ তৈরি করে। সেটে সেই বিবর্ণতার ছাপ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। নাটকের মূল ভাবনা, নাটকের ঘটনা সংঘটিত হবার স্থান এবং চরিত্রের ক্রিয়াকলাপ উপস্থাপনে এই সেট সক্ষম হবে বলে বিশ্বাস করি।

আলী আহমেদ মুকুল
সদস্য, দেশ নাটক

পোশাকের ছলাকলা

বন্যা মির্জা

মঞ্চের পোশাক পরিকল্পনা (ডিজাইন) খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। মঞ্চসজ্জা, আলোকসজ্জা, চরিত্র, সময় (কাল) সকল কিছুর সাথে সম্পর্কিত করে অভিনেতার চরিত্রকে সামনে আনতে বা মঞ্চে চরিত্রানুগ করে তা উপস্থাপন করার জন্য পোশাক পরিকল্পনা করতে হয়। আর পোশাক পরিকল্পনার এই কাজটি মঞ্চের সকল বিষয়ের সাথে সমন্বয় করে করতে হয়; যেমন নাটকের পাণ্ডুলিপি, তার ব্যাখ্যা, ভাবনা, সময়, স্থান, অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি।

মঞ্চে পোশাক ডিজাইনের ক্ষেত্রে কিছু বিষয় খেয়াল রাখা জরুরি; যেমন নির্দেশকের সাথে ও অন্যান্য টিম মেম্বারদের সাথে সমন্বয় করা। পোশাকের টেক্সচার, লাইন, রং চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। ড্রইং ও কালার-চার্টের মাধ্যমে তার প্রথম ধাপ হয়ে থাকে। এ সবকিছুই আমরা জানি, মানে যাঁরা মঞ্চের সাথে যুক্ত তাঁরা জানেন। তাই এই বিষয় দীর্ঘ না করে আমি *জলবাসর* নাটকের পোশাক-পরিকল্পনায় যে ধরনের বিষয়ের মুখোমুখি হয়েছি তা নিয়ে বরং আলাপ করি।

কস্টিউম (প্রথম ডিজাইন)

প্রথমত, থিয়েটার কেবল নির্দেশকের নয়। থিয়েটার এতে অংশগ্রহণকারী সকলেরই সৃজনশীলতার উৎপাদ। থিয়েটারকে বলাও হয়ে থাকে যৌথ শিল্পমাধ্যম। তাই নানানজনের ভাবনা কল্পনা এখানে যুক্ত হবে তা সঙ্গতই বটে। আবার নানান জনের কাজের স্বাধীনতা থাকাও জরুরি। নির্দেশক ঠিক যেমনটা চাইবেন তেমনটাই একজন ডিজাইনার করবেন সেটাও ঠিক। কিন্তু ধরা যাক, মঞ্চে অভিনেতা নিজের ভাবনা বা ইমপাল্‌সের গুরুত্ব না দিলে মঞ্চে তাঁর ক্রিয়াকাণ্ড 'সত্য' হয়ে ওঠে না।

ঠিক তেমনি ডিজাইনারকেও তাঁর নিজের ভাবনার জায়গাতে স্বাধীনতা থাকতে হয়। *জলবাসর*-এর কস্টিউম ডিজাইন করা খুব সহজ ছিল না। কারণ প্রথমত এই নাটকের স্থান বা কাল নির্দিষ্ট নয়। আবার, স্থান বা কাল নির্ধারণ করা যায় না এমন নাটকের ক্ষেত্রে দর্শক ও নির্দেশক একটি মহাকাব্যিক যুক্তিশীলতার মধ্যে পাত্রপাত্রীদের অনুসন্ধান করে থাকেন। সেই বিচারে বলা যায়, সে-রকম একটা যৌক্তিক বোধ দিয়ে কস্টিউমকে বিবেচনা করার চলও আছে। খুব যুক্তিনির্দিষ্ট না হলেও, প্রবণতাগুলোকে তাই খেয়াল রাখতে হয়েছে। সেটা ছাড়া, তাই মূলত নির্ভর করতে হয়েছে অর্থনৈতিক শ্রেণি আর পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে। তাছাড়াও নাটকের সেট আর লাইটের সাথে সামঞ্জস্য থাকার জন্য রং নির্বাচন করা হয়েছে। যে চরিত্র যে পেশাতে কাজ করেন তারও খানিকটা ছাপ যেন পোশাকের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় তার দিকেও খেয়াল রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তাই *জলবাসর* নাটকের পোশাকের ধরন কেন এমন তার ব্যাখ্যা খুব একটা সরল হবার কথা নয়।

কস্টিউম (প্রথম ডিজাইন)

আরও একটি বিষয় বিবেচনা জরুরি বলে মনে করি, তা হলো বাংলাদেশে মঞ্চনাটক নির্মাণে যে ধরনের ব্যয় হয়, চলতি ভাষায় যাকে আমরা প্রোডাকশন কস্ট বলি, তা একটি বড় বিষয়। সেখানে কাপড়ের গড়ন ও গুণমান (টেক্সচার) নির্ধারণ করে যথেষ্ট লগ্নি করা সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে কী ধরনের কাপড় নির্বাচন করা হবে তা বিবেচনাতে রাখতে হয়। এই কস্টিউম ডিজাইনে যৌক্তিকতা খোঁজার চেয়েও আমি তাই অভিনেতার আরাম, লাইন এবং মঞ্চে তাঁর অনায়াস গতির কথা মাথায় রেখেছি। আর সেট ও লাইটের সাথে কস্টিউমটি নিয়ে যাতে অভিনেতা মঞ্চে মূর্ত হতে পারেন সম্পূর্ণরূপে, সেটাও বিবেচনাতে রেখে এই নাটকের কস্টিউম ডিজাইন করা হয়েছে। সর্বোপরি, *জলবাসর* নাটকটি যেহেতু ম্যাজিক রিয়েলিজম ফর্মের মতো করে রচিত, তাই এই নাটকের কস্টিউমের যথার্থতা স্বতন্ত্র।

বন্যা মির্জা
নটি, দেশ নাটক

নেপথ্য ভাবনা

“জলবাসর” নাটকের সংগীত পরিকল্পনা: ভিন্ন মাত্রার অভিজ্ঞতা

ইমামুর রশিদ খান

আমি উচ্চাঙ্গসংগীতের মানুষ। থিয়েটার সংগীতের সাথে পরিচয় হয় দেশ নাটকের *সুরগাঁও* নাটকের মধ্য দিয়ে। দলে সংগীত নিয়ে কাজ করতে করতে নতুন অনেক কিছু শিখছি এবং আমার সংগীত ভাবনার নতুন নতুন পথ তৈরি হচ্ছে। *জলবাসরের* সংগীত পরিকল্পনা আমাকে ভেঙ্গে নতুন করে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করেছে। এ নাটকে গতানুগতিক সংগীতের প্রয়োগ নেই বললেই চলে। যেখানে নাট্যকার তার মুনশিয়ানায় সাজিয়েছেন আমাদের বর্তমানকে, ভবিষ্যতে দাঁড়িয়ে। *জলবাসর* নাটকটি আমার কাছে মনে হয় মানব তথা প্রাণী জাতির ভবিষ্যৎ চিত্র।

আমরা প্রকৃতির কাছ থেকে শুধু নেই স্বার্থপরের মতো কিন্তু বিনিময়ে কিছু দিই না বরং নষ্ট করি। প্রকৃতির এই আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাওয়ার হাহাকারটাই হচ্ছে *জলবাসর* এবং তার সংগীত। *জলবাসরে* ব্যবহৃত সকল শব্দ তৈরি করতে হয়েছে নানা উপাদানের মাধ্যমে নানা কৌশলে। যেমন কাঠ, বাঁশ, মাটি, পাথর, গাছের পাতা, লোহা, জল, বালি, মনুষ্যকণ্ঠের বিবিধ শব্দ, আগুন, বাতাস ইত্যাদি এবং প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক শব্দ তৈরি করে নিতে হয়েছে। ফলে *জলবাসর* নাটকের সংগীত পরিকল্পনা আমার আরেকটি নতুন অভিজ্ঞতা।

জলবাসরে সংগীতময়তা আছে। এ নাটকের উল্লেখযোগ্য একটি গান হলো দোপাটি ও দাওয়ার বিয়ের গান। গানটির স্বরলিপি নিম্নরূপ:

স স র	*গ গ ম*	*মপ পধ*	*প ম প*	*গ গ গ*	*মপ ধপ*
দো পা টি	*দা ও য়ার*	*বা স র*	*ঘ রে র*	*কা স র*	*বে জে ছে*

ন ন	*নন নধ*	*র্স র্স*	*র্স র্স র্স*
দু ই	*সোদ রার*	*বসন*	*ভূ ষ ণে*

প ন	*র্স র্ন*	*ন র্স*	*ণ ধ প*
আকিক	*পোখের*	*পল্লব*	*কূষণে*

মপ প প	*পপ দপ দপ*	*ম ম প*	*গ গম মপ*
চান্দি গয়না	*তারা বাজি তে*	*আসর*	*সেজেছে*

আমি এই নাটকের নাট্যকার মাসুম রেজা এবং আমার দল দেশ নাটককে আন্তরিক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাই।

জয় হোক মঞ্চনাটকের, জয় হোক মানবতার।

ইমামুর রশিদ খান
সদস্য, দেশ নাটক

নেপথ্য ভাবনা

নাটকের কোরিওগ্রাফি একটি জটিল কাজ

মামুন চৌধুরী রিপন

কোরিওগ্রাফি হলো গতি, রূপ বা উভয়কে উপস্থাপন করে এমন শারীরিক ভঙ্গিমা ও ব্যক্তির গতিবিধি। গতিবিধি ও দেহের ভঙ্গিমায় কোনো চিত্রকল্পের নান্দনিক উপস্থাপনই কোরিওগ্রাফি। কথা ও অন্তর্নিহিত ভাব অনুধাবন করে তা শিল্পীর মাধ্যমে মঞ্চে উপস্থাপন একটি কঠিন কাজ।

দেশ নাটকের নতুন নাটক ও ২৩তম প্রযোজনা *জলবাসর*। নাট্যকার ও নির্দেশক মাসুম রেজা এই নাটকের কোরিওগ্রাফির দায়িত্ব দিয়েছেন আমাকে। অভিনয়ের জন্য এর আগে আমি কোরিওগ্রাফিতে অংশগ্রহণ করেছি কিন্তু কোরিওগ্রাফি কখনও নির্মাণ করিনি। এ-রকম একটি গুরুদায়িত্ব স্বাভাবিকভাবেই আমার ঘুম হারাম করে দিয়েছে, আমাকে বিচলিত করেছে। কোরিওগ্রাফি নির্মাণের জন্য তাল, লয়, ছন্দ, মুদ্রা কত কিছুই না জানা প্রয়োজন। এগুলোর কিছুই আমি হাতে কলমে শিখিনি। থিয়েটার করতে এসে যততুকু জেনেছি, শিখেছি। অবশ্য নাট্যকারের স্বল্প চাওয়া আমাকে এ কাজে উৎসাহ যুগিয়েছে। দৃশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সাধারণ অথচ নজর কাড়বে স্বল্প সময়ের এমন কোরিওগ্রাফি তিনি আমাকে করতে বললেন কয়েকটি দৃশ্যে। নাট্যকার-নির্দেশক আমার কাছে আহামরি কিছু চাননি।

মাসুম রেজার উৎসাহ ও সাহস নিয়ে কোরিওগ্রাফি নির্মাণের কাজ শুরু করি। পূর্বের কিছু অভিজ্ঞতা থেকে ধীরে ধীরে কোরিওগ্রাফি নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলে। অবশেষে তা একটি রূপ লাভ করে। সকলের সহযোগিতায় এক ধরনের কোরিওগ্রাফি নির্মাণ হয়েছে বটে কিন্তু তা নিতান্ত ছেলেখেলা বলে মনে হয়েছে আমার কাছে। বাকিটুকু দর্শক বিচার করবেন। সবশেষে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আমার দেশ নাটক ও নাট্যকার মাসুম রেজাকে, আমাকে দিয়ে এ-রকম একটি কাজ করানোর জন্য। *জলবাসরের* মতো একটি প্রতীকী ও জাদুবাস্তবতার নাট্যাঙ্গিকের নাটকের কোরিওগ্রাফি করতে পেরে গর্বিত বোধ করছি।

মামুন চৌধুরী রিপন
সদস্য, দেশ নাটক

“জলবাসর”র আলোক পরিকল্পনা

ফারুক খান টিটু

আধুনিক মঞ্চ নাটক উপস্থাপনায় আলোর ব্যবহার অনিবার্য। মিলনায়তনের ভিতরে এবং সাধারণত রাতে মঞ্চায়িত হওয়ার কারণে যথাযথ আলোক পরিকল্পনা ছাড়া মঞ্চে উপস্থাপিত নাট্যক্রিয়া দর্শককে দেখানো প্রায় অসম্ভব। মঞ্চে বাস্তবধর্মী পরিবেশ সৃষ্টি, নির্ধারিত নাট্যক্রিয়া বিশেষভাবে ফুটিয়ে তোলা, চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য দর্শকের সামনে উপস্থাপন করা বা আলোর মাধ্যমে বস্তুর ত্রিমাত্রিকতা উপস্থাপন করা নাটকে আলোক পরিকল্পনার অংশ। উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে জলবাসর নাটকের বিষয়বস্তুকে যুক্তিগ্রাহ্য করার জন্য এ নাটকে আলোক পরিকল্পনা করা হয়েছে। এক্সপেরিমেন্টাল থিয়েটারের মতো আধুনিক নাট্যমঞ্চকে তিনটি ভাগে ভাগ করে এ নাটকের আলোক পরিকল্পনা করা হয়েছে। তাছাড়া আরও বিবেচনায় রাখা হয়েছে দর্শক থেকে মঞ্চের দূরত্ব, মঞ্চের আকৃতি ও পশ্চাদপটের সাথে সম্পর্ক।

মঞ্চকে নিম্নোক্ত তিন ভাগে ভাগ করে আলোক পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিভাজনগুলো নিম্নরূপ:

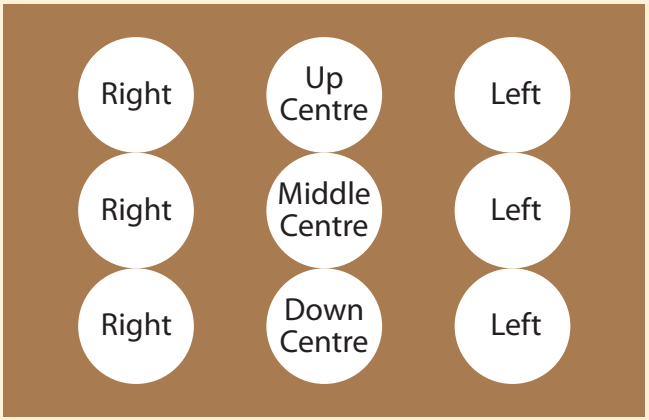

জলবাসর প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় সম্পর্কের গল্প। অথবা উল্টো করেও বলা যায়– *জলবাসর* প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে মমত্বহীনতা ও স্বার্থপরতার গল্প। এই মমত্বহীনতা আর ব্যক্তি স্বার্থ প্রকৃতিকে রুষ্ট করে তোলে। প্রকৃতি এক বিরল প্রতিশোধ নেয়। পাশাপাশি, নারীর টিকে থাকা, প্রকৃতিকে স্বাভাবিক গতিতে চলতে দেওয়ার জন্য তিন বানিয়াকন্যাসহ অন্য নারীদের যুদ্ধ যা মূলত জীবনসংগ্রামের অন্য নাম–এই নাটকের উপজীব্য। এক ধরনের ধূসরতা নাটকে বিরাজমান। এই বিষয়টি মাথায় রেখে অ্যাম্বার কালারকে মূল কালার বা টিউন হিসেবে আলোক পরিকল্পনা করা হয়েছে। নাটকের চরিত্র, মূলভাব, মঞ্চে ঘটনাপ্রবাহ, এমফেসিস বোঝানোর জন্য লাইট সেটআপ করা হয়েছে। এমফেসিসের জন্য ১-৪, ২-৫, ৩-৪ বা ৫-৩-১-৪-২-৫ এভাবে আলোক ব্যবহার করা হতে পারে। উল্লেখ্য যে, মঞ্চ পরিবর্তনের সাথে সাথে পুরো আলোক পরিকল্পনার তারতম্য এমনকি সম্পূর্ণ পরিবর্তিতও হতে পারে।

ইতিপূর্বে বিভিন্ন নাটকে আলোক সহকারী হিসেবে কাজ করলেও এই প্রথম কোনো নাটকে মূল পরিকল্পনার কাজ করা হলো। *জলবাসর* নাটকে আলোক পরিকল্পনা নিয়ে আমি আশাবাদী এবং একই সাথে উচ্ছ্বসিতও।

ফারুক খান টিটু
সদস্য, দেশ নাটক

"জলবাসর" নাটকের প্রপস

আরিফ হক

প্রপস সাধারণত সরঞ্জামকে বলা হয়। নাটকের বিষয়বস্তু ও নাট্যরীতির বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে প্রপস তৈরি করার গুরুত্ব অনেক। নাটকের প্রপস বা সরঞ্জাম নাটকের আবহ বুঝে নকশা করা হয়। অর্থাৎ প্রপসের পরিকল্পনা ও ডিজাইন নাটকটি কোন সময় বা কাল, অবস্থান বা বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করছে তার উপর নির্ভর করে। নাটকটির মধ্যে ম্যাজিক রিয়েলিজমের আভাস আছে। আবার, এই সমাজের মানুষ, তাদের টিকে থাকার সংগ্রাম, প্রকৃতির স্বাভাবিক গতির বিরুদ্ধে মানুষের নৃশংসতা ও স্বার্থপরতার কথাও আছে। উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো চিন্তায় রেখে প্রপস পরিকল্পনা করার চেষ্টা করেছি।

মাছ: প্রথম ডিজাইন

দ্বিতীয় ডিজাইন

প্রপস

নাটকটির বিষয়বস্তু উত্তরাধুনিক এবং এর পেইন্টিং প্ল্যাটফর্ম প্রাচ্যকে উপস্থাপন করে। অতি সাধারণভাবে বললে বলা যায়, সরল উপস্থাপনায় গভীর অভিব্যক্তি। ইয়সতাইন গোর্ডার "Sofies Verden"-এ গল্পের মধ্য দিয়ে যেমন করে সহজ সরলভাবে দর্শন উপস্থাপন করেছেন, ঠিক সেভাবেই নাট্যকার ও নির্দেশক মাসুম রেজা আমাদের আগামীর বৈশ্বিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটকে উত্তরাধুনিক ও প্রাচ্যধারার সংমিশ্রণে অপূর্বভাবে তুলে ধরেছেন এই নাটকে। বলাই বাহুল্য, কাজটা আমার জন্য সহজ ছিল না।

ময়ূর: প্রথম ডিজাইন

প্রপস

আমরা প্রপসের ক্ষেত্রে এমন একটি মিশ্র ডিজাইন চিন্তা করে এগিয়েছি যেখানে জ্যামিতিক (Geometric form), উত্তরাধুনিক (Postmodern form), প্রাচ্য (Oriental) এবং অলংকরণ (Ornamental)-এর সংমিশ্রণ থাকবে যা সম্পূর্ণভাবে রিয়েলিস্টিক নয় কিন্তু বোধগম্য এবং বর্ণাঢ্য।

মাছের কাঁটা: প্রথম ডিজাইন

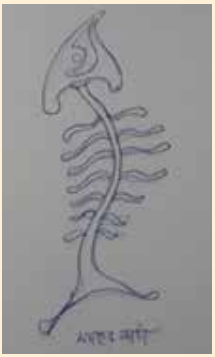

দ্বিতীয় ডিজাইন

প্রপস

আমার সাথে প্রপস ডিজাইনে সহযোগী হিসেবে কাজ করছেন সুমাইয়া শরীফ, তারিফ হক রকি, আলীসহ আরও কয়েকজন চারুকলার ছাত্র। *জলবাসর* বাংলাদেশের নাটকের ইতিহাসে অনন্য দৃষ্টান্ত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আরিফ হক
সদস্য, দেশ নাটক

নাট্যক্রিয়ায় মেকাপ বা রূপসজ্জা

শুভাশীষ দত্ত তন্ময়

দেশ নাটকের ২৩তম প্রযোজনা *জলবাসর*; নাট্যকার মাসুম রেজা যাকে একটি প্রত্নবৃক্ষ বিরচিত আখ্যান বলে অভিহিত করেছেন। নাটকের বিষয়বস্তু সমসাময়িক হলেও নাটকের উপস্থাপনরীতি বাস্তবতা থেকে ভিন্ন যা জাদুবাস্তবতা বলে বহুল পরিচিত। নাট্যকার মাসুম রেজা যার নাম দিয়েছেন সম্মুখ বাস্তবতা। এ নাটকের চরিত্র ও ঘটনা খুব পরিচিত হয়েও অপরিচিত বলে মনে হয়।

জলবাসর নাটকের রূপসজ্জা পরিকল্পনা করতে গিয়ে এই বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হয়েছে। নাট্যকার ও নির্দেশক চরিত্রগুলোকে দেখতে পান সম্যকভাবে। এ ক্ষেত্রে এ নাটকের নাট্যকার ও নির্দেশক মাসুম রেজা তার ভাবনা আমার সাথে আলোচনা করেছেন যা আমাকে রূপসজ্জা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিশদ সাহায্য করেছে। নাটকের বিষয়বস্তু, নাট্যরীতি, সংলাপ, নাট্যকার-নির্দেশকের চাহিদা, শৈল্পিক চাহিদা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে আমি এই নাটকের রূপসজ্জার পরিকল্পনা করেছি। *জলবাসর* নাটকের রূপসজ্জার পরিকল্পনা করতে গিয়ে আমাকে প্রচলিত নাট্যভাবনার বাইরে যেতে হয়েছে, প্রচুর চিত্রকর্ম বা Painting দেখতে হয়েছে। Color psychology নিয়ে পড়াশোনা করতে হয়েছে। আর দশটা নাটকের মতো বাস্তবধর্মীতা না থাকায় রূপসজ্জার গতানুগতিক ধারণার বাইরে বের হয়ে চরিত্রগুলোকে সাধারণ মানুষের অবয়ব থেকে আলাদা করতে সচেষ্ট হয়েছি।

রূপসজ্জার ক্ষেত্রে পোশাক ও আলোর বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অভিনীত চরিত্রের সঙ্গে অভিনেতার সামঞ্জস্য বিধান। অভিনেতাকে ঐ চরিত্রটি হয়ে ওঠা বা বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে রূপসজ্জার ভূমিকা অনেক। রূপসজ্জায় পরিমিতি বোধ ও দর্শকদের দৃষ্টিতে ভালো লাগার বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হয়েছে। আশা করছি, নাটকের বিষয়বস্তু ও নাট্যরীতি অনুযায়ী এবং নাটক্যারের ভাবনার সাথে মিল রেখে আমার নিজস্ব চিন্তার প্রয়োগ ঘটিয়ে একটি চমৎকার রূপসজ্জার প্রয়োগ ঘটাতে সক্ষম হব। জয় হোক নাটকের।

শুভাশীষ দত্ত তন্ময়
মেকাপ আর্টিস্ট

দেশ নাটক প্রযোজনা

নাটকের নাম	নাট্যকার	নির্দেশক	প্রথম মঞ্চায়ন	মঞ্চায়ন সংখ্যা
১) মহারাজার গুণকেত্তন	তপন দাশ	শামসুল আলম বকুল	১৯৮৭	৫৮
২) খেলা	তপন দাশ	শামসুল আলম বকুল	১৯৮৮	১৭
৩) যাত্রা নাস্তি	ইশরাত নিশাত	নির্দেশনা দল	১৯৮৮	১৫
৪) বিরসা কাব্য	মাসুম রেজা	শামসুল আলম বকুল	১৯৯০	৫৪
৫) লেবাস	মাসুম রেজা	সালাউদ্দিন লাভলু	১৯৯১	১২
৬) বোধ	ইম্প্রোভাইজড	ইশরাত নিশাত	১৯৯২	৮
৭) রিসার্চ	তপন দাশ	শামসুল আলম বকুল	১৯৯২	২৪
৮) দর্পণে শরৎশশী	মনোজ মিত্র	আলী যাকের	১৯৯২	১১১
৯) পার্থক্য	তপন দাশ	ইশরাত নিশাত	১৯৯৩	৭
১০) সারমেয়	মাসুম রেজা	সালাহউদ্দীন লাভলু	১৯৯৪	৬
১১) ঘরলোপাট	শামসুল আলম বকুল	শামসুল আলম বকুল	১৯৯৫	২৪
১২) জগদ্দল	শিহাব শাহিন	কামাল আহমেদ	১৯৯৮	৩
১৩) অনির্ধারিত	ইম্প্রোভাইজড	নির্দেশনা দল	১৯৯৯	৫
১৪) লোহা (কাহিনি: মাসুম রেজা)	নাট্যরূপ: ইশরাত নিশাত	ইশরাত নিশাত	১৯৯৯	১১
১৫) নিত্যপুরাণ	মাসুম রেজা	মাসুম রেজা	২০০১	১০৭
১৬) জনমে জন্মান্তর (গল্প: শহীদুল জহির)	নাট্যরূপ: নাসির উদ্দীন শেখ	নাসির উদ্দীন শেখ	২০০৩	২৫
১৭) ভক্ত (মূল: হেনরিক ইবসেন)	নাট্যরূপ: মাসুম রেজা	শামসুল আলম বকুল	২০০৬	৫
১৮) প্রাকৃত পুরাঙ্গনা	হাফিজ রেদু	শামসুল আলম বকুল	২০১০	২৪
১৯) মঙ্গল মুখ	তানভীর আহমেদ সিডনী	আলী আহমেদ মুকুল	২০১১	৭
২০) অরক্ষিতা	মাহবুব লীলেন	ইশরাত নিশাত	২০১২	২৭
২১) আদম টেস্ট	মাসুম রেজা	অয়ন চৌধুরী	২০১৪	৩২
২২) সুরগাঁও	মাসুম রেজা	মাসুম রেজা	২০১৭	১৮

বন্ধু ও সুহৃদ যারা সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন

১) সৈয়দ আওলাদ
২) শ্যামলী চৌধুরী
৩) মার্টিন
৪) নয়ন হাফিজ
৫) অসীম জোয়ার্দার
৬) আখতারুজ্জামান ছক্কু
৭) অশোক অধিকারী
৮) জাকারিয়া মিঠু
৯) আব্দুল হামিদ পিন্টু
১০) মুনাওয়ার মইনুল
১১) তৌফিক রহমান
১২) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৩) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি

প্রযোজনা-১৫: নিত্যপুরাণ

প্রযোজনা-২০: অরক্ষিতা

প্রযোজনা-২২: সুরগাঁও

প্রযোজনা-৪: বিরসাকাব্য

প্রযোজনা-৮: দর্পণে শরৎশশী

প্রযোজনা-১৪: লোহা

দেশ নাটকের 'জলবাসর' এর উদ্বোধনী মঞ্চায়ন উপলক্ষে
নিউ এলডোরাডোর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা

নিউ এলডোরাডো, ৬ (নিচতলা), বনানী সিটি কর্পোরেশন মার্কেট, ঢাকা।

'জলবাসর'-এর উদ্বোধনী মঞ্চায়ন
উপলক্ষে অভিনন্দন।
নাট্য আন্দোলন বেগবান হোক,
এই প্রত্যাশায়...
শ্যামলী চৌধুরী

“জলবাসর” নাটকের মঞ্চায়ন উপলক্ষে দেশ নাটককে শুভেচ্ছা

20" 6,000/-
22" 6,200/-
24" 7,000/-
32" (Normal) 7,700/-
32" (Smart) 10,500/-
40" (Normal) 15,000/-
40" (Smart) 16,000/-
43" (Smart) 21,000/-
50" (Smart) 31,000/-
55" (Smart) 41,500/-
65" (Smart) 58,000/-

BSR Trade Synergy (Importer, Wholesaler & Retailer)
13/A, Block A, Level-4, Jamuna Future Park, Dhaka. 01674858180, 01878640491

iota Consulting BD

Sustainability Reporting
Lean Six Sigma & Productivity
ISO 27001:2013
ISO 22000
We lead organizations into the future
We support organizations to adapt to the SDGs
ISO 9001:2015(Quality)
We are the change agents for future-proofing your organization
HACCP
ISO 45001:2018 (Health & Safety)
ISO 14001:2015 (Environment)
EIA, Higg FEM 3.0, Energy Audit

iotaconsulting.bd@gmail.com 01730-496446, 01784-013334 www.iotaconsultingbd.com

দেশ নাটক

ফ্ল্যাট-০৫ বাড়ি-১৫, প্রমিনেন্ট হাউজিং সোসাইটি, সড়ক-০৩, শেখেরটেক, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭
ফোন: ০১৭১১৬৮৫৩৩৯
Email: deshnatak@gmail.com